بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৯-০৩/২০ শুক্রবার, ২০ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৯ হিজরী ০৮/১২/২০১৭ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ক্রুসেডার মার্কিনীদের কর্তৃক মুসলিমদের পবিত্র ভূমি জেরুজালেমকে ইহুদীবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের "রাজধানী" হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের প্রতিবাদে হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর বিক্ষোভ সমাবেশ

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ আজ (০৮/১২/২০১৭) বাদ জুমু'আ ঢাকা শহরজুড়ে এবং চট্টগ্রামে বিভিন্ন মসজিদ প্রাঙ্গণে ক্রুসেডার মার্কিনীদের কর্তৃক মুসলিমদের পবিত্র ভূমি আল-কুদ্‌সকে (জেরুজালেম) ইহুদীবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের "রাজধানী" হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করেছে। সমাবেশে বক্তাগণ, ৬ ডিসেম্বর, ২০১৭, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক আল-কুদ্‌সকে ইহুদীবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের "রাজধানী" হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদানের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় নিন্দা জানান এবং মুসলিম উম্মাহ্'র অনুভূতিকে আঘাতের উদ্দেশ্যে ট্রাম্পের এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ কর্মকান্ডের জন্য আরব এবং মুসলিম বিশ্বের শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতাকে দায়ী করেন।

বক্তাগণ বলেন, ট্রাম্পের এই ঘোষণার পর আল-কুদ্‌স-এর প্রতি আরব এবং মুসলিম শাসকদের মায়া কান্না ও তথাকথিত প্রতিবাদ তাদের অর্ধশতকেরও বেশী সময়ের বিশ্বাসঘাতকতাকে মুছে ফেলতে পারবে না। ১৯৪৮ সালে আল-কুদ্‌স দখল হয়ে যাওয়ার পর থেকেই এসকল বিশ্বাসঘাতক অক্ষম শাসকেরা তাদের তথাকথিত অকার্যকর অগ্নিঝরা ফাঁকা বক্তব্য ও নিন্দা জ্ঞাপনের মাধ্যমে মুসলিমদেরকে ধোঁকা দিয়ে আসছে। প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে যে, এসব বিশ্বাসঘাতক শাসকেরা কখনই আল-আকসাকে মুক্ত করার বিষয়ে যত্নশীল ছিল না, বরং তারা সবসময়ই "ইসরাইলী প্রতিরক্ষা বাহিনী" হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে যাতে করে ইসরাইলের অভিমুখে মুসলিমদের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করা যায়! একারণেই আমরা অবাক হইনি যখন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, সাম্রাজ্যবাদী কাফির রাষ্ট্রসমূহের মোড়ল ট্রাম্প এই ঘোষণার প্রাক্কালে জর্ডানের বাদশাহ্ আব্দুল্লাহ্, মিশরের প্রেসিডেন্ট আব্দেল ফাতাহ্ আল সিসি, সৌদী আরবের বাদশাহ্ সালমান এবং ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস সহ এই অঞ্চলে তার আজ্ঞাবহ দালালদের সাথে যোগাযোগ করে। [দি গার্ডিয়ান, ০৬/১২/১৭]। আমেরিকা তাদেরকে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে যে, কিভাবে অসার ও আড়ম্বরপূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে উম্মাহ্'র ক্রোধ ও হতাশাকে মোকাবিলা করতে হবে। তাই আমরা এরদোগানের প্রতারণাপূর্ণ বক্তব্যে অবাক কিংবা আশান্বিতও হয়নি যে কিনা আল-কুদ্‌সকে মুসলিমদের জন্য "রেড লাইন" হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। আড়ম্বরপূর্ণ আবেগী বক্তব্যের আড়ালে সুকৌশলে নিজের বিশ্বাসঘাতকতাকে লুকিয়ে রাখতে পারদর্শী এই ভন্ড প্রতারককে আমরা প্রশ্ন করতে চাই, ইহুদী দখলদার যারা মুসলিমদেরকে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করে, তাদের সাথে রেকর্ড ভঙ্গকারী বিলিয়ন-বিলিয়ন ডলারের গ্যাস ও অস্ত্র চুক্তি করে কি তুমি "রেড লাইন" অতিক্রম কর নাই? কেন শুধুমাত্র অবৈধ রাজধানীর এই ঘোষণা তোমাকে এটা বলতে বাধ্য করলো যে, "এর ফলাফল হবে কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্নকরণ", এমন যেন এই ঘোষণা না আসলে ইহুদী রাষ্ট্রের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক অটুট রাখা বৈধ হতো!

হে মুসলিমগণ! আল-কুদ্‌স হচ্ছে সেই ভূ-খন্ড যেটি খলিফা উমর (রা.) মুক্ত করেছিলেন, যেটিকে আবার মহাবীর সালাহ্‌উদ্দীন আল-আইয়্যুবী (র.) ক্রুসেডারদের কবল থেকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের জন্য এই ভূমি আমানতস্বরুপ। এই আমানতকে রক্ষা ও পবিত্র এই ভূমির প্রতি ভালোবাসার অর্থ হলো এই ভূ-খন্ডকে সহ পুরো ফিলিস্তিনকে ইহুদী দখলদারিত্বের কবল থেকে মুক্ত করা। সুতরাং, আমরা এসব বিশ্বাসঘাতক শাসকদের আড়ম্বরপূর্ণ মিথ্যাচার দ্বারা বারবার প্রতারিত হতে পারি না, তারা কখনও কাফিরদের কাছ থেকে পবিত্র এই ভূ-খণ্ডকে মুক্ত করতে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। তাই আমাদেরকে ইহুদীদের "অবৈধ রাজধানী" স্বীকৃতির বৃথা বিতর্কে শামিল হলে চলবে না, বরং আমাদেরকে অবশ্যই মহিমান্বিত খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক সংগ্রামে নিয়োজিত হতে হবে, যা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের সৃষ্ট এই ইহুদীবাদী অবৈধ রাষ্ট্রকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে চিরতরে মুছে ফেলবে। হে মুসলিমগণ, আমাদের আহ্বানের প্রতি মনোযোগ দিন! আল-কুদ্‌স হবে খিলাফতের ভবিষ্যত রাজধানী, যার প্রতিশ্রুতি আমাদের প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দিয়েছেন। সুতরাং, আমরা আপনাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি যে, নব্যুয়তের আদলে দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সাথে রাজনৈতিক সংগ্রামে জড়িত হয়ে আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করুন, যে খিলাফত রাষ্ট্র মুসলিম ভূ-খন্ডসমূহের প্রাণকেন্দ্রে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের কর্তৃক সৃষ্ট জুলুম ও বিশৃংখলার চির সমাপ্তি ঘটাবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"আমার পরে এই বিষয়টি (খিলাফত) মদীনায় অব্যাহত থাকবে, এরপর আল-শামে, এরপর উপদ্বীপে, এরপর ইরাকে, এরপর সেই শহরে (কন্সটান্টিনোপল), এরপর বাইতুল মাকদিসে। যখন এটি বাইতুল মাকদিসে পৌঁছুবে তখন এটি তার স্বাভাবিক বিশ্রামস্থলে পৌঁছুবে; যারাই একে (এই রাজধানীকে তাদের অঞ্চল হতে) বের করে দেবে তা কখনোই তাদের কাছে আর ফিরে আসবে না" [মাসিরাহ্ বিন জালিসি হতে ইবনে 'আসাকির কর্তৃক বর্ণিত]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ